ভূমিকা

الحمد لله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفل له ولا كفيح له والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واله واصحابه اجمعين.

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। মানুষকে কুফরিতে লিপ্ত করে জাহান্নামী বানানোই তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই সে যখন কোন মানুষের কাছে যায়, তখন তার প্রথম উদ্দেশ্য থাকে মানুষটির ঈমান কেড়ে নেয়া। এ ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হলে সে লোকটিকে নেক আমল বিমুখ করতে সচেষ্ট হয়। যদি তাও করতে না পারে, তাহলে ব্যক্তির কৃত নেক আমলগুলো কিভাবে বাতিল করা যায়, সে ঐ চেষ্টায় রত থাকে। আর নেক আমল বাতিল করার অন্যতম নিকৃষ্ট পন্থা হলো– বিদ'আতে লিপ্ত করা।

বিদ'আত-সুন্নাতের বিপরীত। এটি দ্বীনের মাঝে নতুন সংযোজন বা বিয়োজনের আরবী পরিভাষা। একজন মুসলিম তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) কে কদমে-কদমে, পায়ে-পায়ে হুবহু অনুসরণ করবে এটাই দ্বীনের একান্ত দাবী। কিন্তু বিদ'আত এতে ব্যত্যয় ঘটায়। বিদ'আতে জড়িত ব্যক্তির সুন্নাতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (সা.)কে হুবহু অনুসরণে সে তৃপ্তি পায় না। বরং সুন্নাহ বিবর্জিত আমলে সে আলাদা একটা মজা অনুভব করে।

বিদ'আত যে একটি অপরাধ, তা নিয়ে কোন মুসলমানই দ্বিমত করে না। এজন্যই তো চরম বিদ'আতী ব্যক্তিও নিজেকে বিদ'আতী স্বীকার করতে চায় না। তবে স্বীকার করুক বা না করুক, কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যে আমলটি প্রমাণিত হবে না, তা-ই বিদ'আত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর এমন বিদ'আতী আমল যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা শরীয়াতের কাছে নেক আমল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

শয়তান মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে ছাড়ে। অনেকে বুঝেও উঠতে পারেন না যে, তারা দিব্যি বিদ'আত করে চলছেন। ইলমের কমতি, সহীহ দলীল তালাশে শিথিলতা এবং আলেম-ওলামা ও পীর-বুযুর্গগণের প্রতি প্রশ্নাতীত ভক্তি প্রদর্শন সমাজে বিদ'আত চলমান রাখতে রসদ যোগাচ্ছে। আর এ বিদ'আত এক পর্যায়ে ব্যক্তিকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়, এমন আমলসমূহ পরিহার করা আবশ্যক। সঠিক আমল কম হলেও তা নাজাতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অতএব, শিরক মুক্ত ঈমান ও বিদ'আত মুক্ত নেক আমলই হোক আমাদের একমাত্র পাথেয়।

সময় ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কারণে বইটিতে ভুলভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সকল ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠকের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি, যে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়লে নিঃসকোচে আমাকে জানানোর জন্য, তাঁর এ সহৃদয় উপকার কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবো এবং তাঁর জন্য দু'আ করবো। সংশোধন করে নেব পরবর্তী সংস্করণে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে উত্তম প্রতিদানের জন্য দু'আ করছি তাঁদের জন্য যাঁরা এই বইটি লিখতে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাজ শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম হাফিজাহুল্লাহ, বইয়ের প্রকাশক আহসান পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ও আমার জীবন সঙ্গীনির জন্য।

মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে মিনতিভরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র বইটিকে আমার ও আমার পরিবারের সকলের নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

- ❖ বিদ'আতের পরিচয় ॥ ০৭
- ❖ বিদ'আতের প্রকারভেদ ॥ ০৯
- ❖ বিদ'আতে 'ইতিক্বাদিয়্যাহ্ এর পরিচয় ॥ ১০
- ❖ বিদ'আতে আমালিয়্যাহ্ এর পরিচয় ॥ ১২
- ❖ বিদ'আতের পরিণতি ॥ ১৮
- ❖ বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ॥ ২৬
- ❖ বিদ'আতের প্রচলনকারী কারা? ॥ ৩৩
- ❖ বিদ'আত তৈরীকারী ও বিদ'আত আমলকারী দুইজন কি একই স্তরের? ॥ ৩৪
- ❖ বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য ॥ ৩৬
- ❖ প্রচলিত বিদ'আতসমূহ ॥ ৩৭

১. আযান ও ইকামাতের শুরুতে দরুদ ও সালাম পড়া ॥ ৩৭
২. মাথা ন্যাড়া করাকে উত্তম আমল মনে করা ॥ ৩৮
৩. নামাজে দাঁড়িয়ে মুসাল্লার দু'আ... ইন্নি ওয়াজ্জাহতু..... পড়া ॥ ৩৯
৪. নামাজের শুরুতে নাওয়াইতু আন... এভাবে নিয়্যাত পড়াকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৪০
৫. নবীগণ (আ.) থেকে ছোট-খাটো যে কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়াকে নবুয়্যাতের শানের খেলাফ মনে করা ॥ ৪০
৬. আযানের জবাবে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর স্থলে দরুদ পড়া ॥ ৪৩
৭. 'আল্লাহর ওলীগণ মরেন না' এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করা ॥ ৪৪
৮. কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া ॥ ৪৫
৯. তাশাহহুদের বৈঠকে দুই উরুর উপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখা ॥ ৪৫
১০. শুধু 'ইল্লাল্লাহ' যিক্র করা ॥ ৪৮
১১. ফরজ নামাজের পর 'সম্মিলিতভাবে' হাত তুলে মুনাজাত করাকে জরুরী মনে করা ॥ ৪৯
১২. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না মনে করা ॥ ৫১

১৩. আযানের শেষে হাত তুলে দু'আয়ে অসীলাহ পাঠ করা ॥ ৫১
১৪. 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া ॥ ৫১
১৫. মি'রাজের রাতে বিশেষ কোন নফল ইবাদাত করা ॥ ৫৩
১৬. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করা ॥ ৫৪
১৭. মাযহাব মানাকে সবার জন্য ফরজ মনে করা ॥ ৬০
১৮. মাযহাব মানাকে সকলের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করা ॥ ৬১
১৯. 'নারায়ে রিসালাত' বাক্যের উত্তরে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে ধ্বনি দেয়া ॥ ৬২
২০. টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা মাঠে শুধু জুমু'আর নামায পড়ার জন্য গমন করা ॥ ৬৩
২১. আকীকাকে কুরবানীর সাথে একত্রিত করা ॥ ৬৩
২২. কদমবুচি করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৬৪
২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য ৩/৪ দিনে বা ৪০ দিনে বিশেষ দু'আর আয়োজন করা ॥ ৬৫
২৪. কুলুখ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটাহাঁটি করা ॥ ৬৫
২৫. জানাযার নামাজের পর পর হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করা ॥ ৬৬
২৬. ফজরের নামাজের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত সমস্বরে তিলাওয়াত করা ॥ ৭৪
২৭. মিলাদ অনুষ্ঠানে 'কিয়াম' করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা ॥ ৭৪
২৮. বসে বসে নফল নামাজ পড়াকে উত্তম মনে করা ॥ ৭৭
২৯. তারাবীহ নামাজে চার রাকা'আত পর পর বিশেষ দু'আ পড়া ও মুনাজাত করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৭৮
৩০. কোন মানুষকে 'গাউসুল আজম' মনে করা ॥ ৭৯
৩১. কবরকে মাজার বা রওজা বলা ॥ ৮১
৩২. হাজ্জের এক সফরে একাধিক ওমরাহ করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৮৬
৩৩. পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাটিংয়ের জামা, পাজামা, জুব্বা ও টুপিকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৮৮
৩৪. ফরজ নামাজের জামায়াত চলাকালে সুন্নাত নামাজের নিয়্যাত করা ॥ ৯০
৩৫. 'রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি' এই আকীদা পোষণ করা ॥ ৯৩
৩৬. সকল নেক আমলের "ঈসালে সাওয়াব" করা ॥ ৯৯
৩৭. যিক্‌র-আযকার ও ইসলামী গজলে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা ॥ ১০৩
৩৮. রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েমের আবশ্যকতা অস্বীকার করা ॥ ১০৮
❖ বিদ'আত থেকে বাঁচার উপায় ॥ ১১৪

বিদ'আতের পরিচয়

بِدْعَة শব্দটি আরবী ب ـ د ـ ع (বা-দাল-আইন) مَادَّة (মাদ্দাহ) উৎস মূল থেকে উৎকলিত হয়েছে। শব্দটি একবচন। তার বহুবচন بِدَع (বিদাউ)। এর শাব্দিক অর্থ- مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ 'যা পূর্ববর্তী কোন নমুনা ব্যতীত তৈরী করা হয়েছে।'[১]

اَلْأَمْرُ الَّذِىْ يُفْعَلُ اَوَّلًا 'এমন একটি কাজ যা প্রথম করা হয়।'[২]

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

'(আল্লাহ) আকাশ ও জমীনের বাদীঈ (প্রথম সৃষ্টিকারী)।'[৩]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ.

'আপনি বলুন, আমি নতুন কোন রাসূল নই।'[৪]

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْئٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ.

'কোন রূপ পূর্ব নমুনার অনুসরণ না করে নতুন করে কোন কাজ সম্পাদন করা।'[৫]

مَا اُسْتُحْدِثَ فِى الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ.

'দ্বীনে বা অন্যত্র নতুন করে কিছু সৃষ্টি করার নামই বিদ'আত।'[৬]

আর শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়-

---

১. আল মুনজিদ, আলী বিন হাসান, পৃ. ২৯
২. আল মুজামুল ওয়াসীত, ইব্রাহীম মুস্তাফা পং, পৃ. ৪৩
৩. সূরা বাকারাহ-১৭৭
৪. সূরা আহকাফ-০৯
৫. মিরকাতুল মাফাতীহ, মুল্লা আলী ক্বারী, খণ্ড-১৯, পৃ. ২১৬
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'রাসূল (সা.) এর যামানায় যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এমন জিনিষ নতুন করে দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করা।'[৭]

রাসূল (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই, সেটি পরিত্যাজ্য।'[৮]

এ হাদীস থেকে বিদ'আত সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে যা প্রতিভাত হয় তা হলো–

هِيَ الْعِبَادَةُ الْمُحْدَثَةُ الَّتِيْ مَا جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ.

'এমন সব নতুন ইবাদত যা শরীয়াত নিয়ে আসেনি।'

মোটকথা, রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণের যামানায় যা ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হতো না, এমন কোন নতুন কাজকে ইবাদত মনে করে আমল করাই হলো– বিদ'আত।

একটি সংশয়ের অপনোদন : কেউ কেউ বিদ'আত বলতে সকল প্রকারের নতুন আবিষ্কারকে বুঝে থাকেন, তা মোটেও সঠিক নয়। কেননা শাব্দিক বিদ'আত আর শরঈ বিদ'আত এক জিনিষ নয়। যেমন– শাব্দিক صلاة (সালাত) আর শরঈ صلاة এক নয়। শাব্দিক صلاة দু'আ, ইস্তেগফার, রহমত, দুরুদ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শরঈ صلاة বলতে শুধু নামাযকে বুঝানো হয়।

অনুরূপ পৃথিবীতে যত নতুন আবিষ্কার আছে সব কিছুই শাব্দিক ভাবে বিদ'আত। কিন্তু কোন নতুন কর্মকে ইবাদত হিসেবে আমল করার নাম হলো শরঈ বিদ'আত। আর এ শরঈ বিদ'আতই হলো– আমাদের এ বইয়ের প্রতিপাদ্য। সুতরাং নতুন এমন কোন বিষয় যা সাওয়াবের নিয়তে ইবাদত হিসেবে আমল করা হয় না, তাকে বিদ'আত বলার সুযোগ নেই।

---

৭. মিরকাত, প্রাগুক্ত

৮. সহীহ বুখারী, হা-২৬৯৭